শম্ভুনাথ কলেজ

স্থাপিত - ১৯৬৩
লাভপুর, বীরভুম

প্রত্যাশাপত্র

২০১৫-২০১৬

প্রশাসনিকভবন
শম্ভুনাথ কলেজ

শম্ভুনাথ কলেজ

স্থাপিত – ১৯৬৩

লাভপুর, বীরভূম

পিন – ৭৩১৩০৩

ফোন ঃ– ০৩৪৬৩-২৬৬২২৫

'ন্যাক্' মূল্যাঙ্কিত ও স্বীকৃত

প্রত্যাশাপত্র

২০১৫ - ২০১৬

শম্ভুনাথ কলেজ

১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে বীরভূম জেলার লাভপুর, নানুর এবং অংশতঃ সাঁইথিয়া থানার মূলতঃ দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত পরিবারের অসংখ্য তরুণ-তরুণীর উচ্চশিক্ষা লাভের আকাঙ্ক্ষাকে সার্থক করার মহৎ ভবনা ও বৃহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে প্রথিতযশা কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্করের জন্মভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয় শম্ভুনাথ কলেজ। কলেজটি প্রতিষ্ঠা করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য্য এবং উচ্চন্যায়ালয়ের অন্যতম প্রাক্তন বিচারপতি ডঃ শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। তিনি এই অঞ্চলের স্বনামধন্য সত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য শিক্ষাব্রতী মানুষজনের সহযোগিতা নিয়ে একেবারে নিজের আর্থিক সঙ্গতিকে নির্ভর করেই এই কলেজটি প্রতিষ্ঠা করেন। তাই তাঁর নামেই কলেজটির নামকরণ হয়। কলেজটি শুধু বীরভূম জেলার ছাত্র-ছাত্রীদের কাছেই নয়, পার্শ্ববর্তী বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম ও মুর্শিদাবাদ জেলার বড়ঞা থানার ছাত্র-ছাত্রীদের কাছেও নির্ভরযোগ্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানরূপে গৃহীত হয়।

কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় এই কলেজটি ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দে বন্ধ হয়ে যায়। ফলে এই অঞ্চলের মানুষজনের চোখের সামনে উচ্চশিক্ষার আশার প্রদীপটি নিভে যায়। তাঁরা তৎকালীন বিধানসভার সদস্য ডাঃ রাধানাথ চট্টরাজের নেতৃত্বে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে মোনাচিতুরা গ্রামে মহামতি লেনিনের নামে ১৯৭০ সালে " লেনিন শতবার্ষিকী কলেজ " খোলার দাবি আদায় করেন। কিন্তু আর্থিক সঙ্কট ও প্রশাসনিক দুবর্লতায় ১৯৭৩ সালের ৩০ শে জুন " লেনিন শতবার্ষিকী কলেজ " বন্ধ হয়ে যায়। তখন এই অঞ্চলের মানুষের কথা চিন্তা করে অধ্যাপক স্বাধীন গুপ্ত ও ডঃ রবিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বন্ধ থাকা শম্ভুনাথ কলেজের পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা চলতে থাকে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয় সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে ১৯৭৩ সালের ১লা জুলাই থেকে শম্ভুনাথ কলেজটিকে পুনরুজ্জীবিত করে অনুমোদন প্রদান করেন।

শম্ভুনাথ কলেজ

১৯৭৩ সালের জুলাই মাস থেকে পুনরুজ্জীবিত শম্ভুনাথ কলেজটি ক্রমবিকাশের পথে চলতে চলতে আজ বীরভূম জেলার একটি বিশিষ্ট উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। পুনরুজ্জীবনের সময় থেকেই আমরা বিশিষ্ট আইনজীবী ও শিক্ষাবিদ্ মাননীয় শ্রী সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে আমাদের কলেজের পরিচালন সমিতির সদস্যরূপে এবং পরে পরিচালন সমিতির সভাপতিরূপে পেয়ে কলেজটি সবদিক থেকে সমৃদ্ধ হয়েছে। আজ শম্ভুনাথ কলেজে কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য শাখায় যথাক্রমে বাংলা, ইংরাজী, ইতিহাস, সংস্কৃত, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, ভূগোল, পদার্থবিদ্যা, গণিত, পরিবেশ বিজ্ঞান ও হিসাবশাস্ত্রে সাম্মানিক স্নাতক পাঠক্রম চলছে এবং প্রত্যেকটি বিষয়েই সন্তোষজনক ফলাফলের সূত্রে কলেজটি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে গৌরবময় স্থান অধিকার করেছে। শম্ভুনাথ কলেজের এই সাফল্য ও গৌরবের জন্য আমরা এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষের অকুন্ঠ সহযোগিতা যেমন পেয়েছি, তেমনি এই অঞ্চলের বাইরের অনেক বিশিষ্ট মানুষের আন্তরিক সহোযোগিতাও আমরা পেয়েছি এবং পাচ্ছি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ২০১০ সালে 'ন্যাক' কর্তৃক মূল্যাঙ্কনে শম্ভুনাথ কলেজ প্রশংসার সঙ্গে 'B' গ্রেড-এর স্বীকৃতি লাভ করেছে। আরও উল্লেখ্য কলেজের অফিস ও গ্রন্থাগার কম্পিউটারচালিত। এছাড়া বিভিন্ন বিভাগে রয়েছে অসংখ্য ব্রডব্যাণ্ডসহ কম্পিউটার যা বর্তমান সকল মাধ্যমকে করেছে সহজলভ্য।

তাছাড়া কলেজের Website রয়েছে : www.sambhunathcollege.org যেখান থেকে কলেজ সম্পর্কিত তথ্য জানা যাবে।